ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বিয়ের আগে কেন 'লিভ টুগেদার' করেন, জানালেন আলিয়া

পৃঃ ৫

সানিয়া মির্জার রাজনীতিতে নামার গুঞ্জন

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৮৯ ● কলকাতা ● ১৮ চৈত্র, ১৪৩০ ● সোমবার ● ০১ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বিহারের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডে

আপেল নির্বাচনী প্রতীকে প্রার্থী দেওয়ার অনুমতি পেয়েছে জন সুরাজ পার্টি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচনের বছরগুলিতে নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিক দলের নথিভুক্তির প্রতিযোগিতা লেগে যেত। কিন্তু নির্বাচন কমিশন নিয়ম বদল ও নজরদারির ফলে সেখানে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ এসেছে। এবার লোকসভা নির্বাচনের আগে বেশ কয়েকটি দল নির্বাচন কমিশনে নথিভুক্ত হয়েছে।

এবার যে কয়েকটি দল নির্বাচন কমিশনে নথিভুক্ত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে চারটি হল বিহারের।ইতিমধ্যেই প্রশান্ত কিশোর বলেছেন, বিজেপির ৩৭০ আসন পাওয়ার ডাক কিংবা এনডিএ-র ৪০০ পাওয়ার ডাক সফল হবে না। অন্যদিকে, লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি আগের বারের থেকে ভাল ফল করবে। পাশাপাশি তিনি বিজেপি আর নরেন্দ্র মোদীই সেরা এই ন্যারেটিভ নিয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, গরিবি হঠাওয়ের ডাক দিয়ে ১৯৭১-এর বিপুল জনাদেশ নিয়ে জিতে আসার তিন বছরের মধ্যে দেশের বড় অংশের মানুষ ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিলেন।

এর কিছুর পরেও এবার প্রশান্ত কিশোর বিহার কিংবা ঝাড়খণ্ড থেকে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী দিচ্ছেন কিনা তা এখনও পরিষ্কার করেননি।তাদের নির্বাচনী প্রতীকও বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ

এরপর ৩ পাতায়

কোচবিহারে সভা মমতা ও মোদীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জোরকদমে ভোট প্রচারে নেমে পড়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিন মহুয়া মৈত্রের কেন্দ্র কৃষ্ণনগরে লোকসভার ভোট প্রচারে ঝড় তুলেছেন মমতা। এদিকে হাতে আর মাত্র ক'টা দিন। তারপরই ভোট উত্তরবঙ্গে । এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে উত্তরবঙ্গে জোরদার প্রচারে নামতে চলেছেন মমতা।এদিব শিলিগুড়িতে গৌতম দেব বলেন, মমতা আসছেন। আমরা নানা সভাস্থল দেখছি। একাধিক জেলায় সভা হবে। প্রতিদিন দু'টো করে সভা হবে। আগামী ৩-৪-৫ এপ্রিলের সফর সেরে ফের মমতা আসবেন এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে। ফের একাধিক সভা করার কথা রয়েছে নানা জেলায়। এছাড়াও রাম নবমীর আগের দিন শিলিগুড়িতে পদযাত্রা করার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। প্রসঙ্গত, ১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট রয়েছে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে। ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ভোট রয়েছে দার্জিলিং, রায়গঞ্জ, বালুরঘাটে, ৭ মে তৃতীয় দফার নির্বাচন আছে মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদে। এই খবর আগেই শোনা গিয়েছিল। এবার উত্তরে রাজনীতির উত্তাপ বাড়িয়ে কোচবিহারে একই দিনে সভা মোদী-মমতার।

সোমবার শিলিগুড়ি আসছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মীসভা সেরে পরদিন কোচবিহার যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। অন্যদিকে আগামী ৩ এপ্রিল উত্তরে প্রচারে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩ মার্চ মালবাজারে সভা। পরদিন কোচবিহারের মাথাভাঙায় সভা মমতার। ওই দিনই কোচবিহারে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ।ফলে রাজনীতির পাড়ায় উত্তাপ যে বাড়ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কোচবিহারে একই দিনে দুই হেভিওয়েট শোভার সূচি সামনে আসতেই

এরপর ৩ পাতায়

বাজরার রুটি

নরেন্দ্র মোদীর অতি প্রিয় খাবার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বয়স ৭৩ বছর পেরিয়েছে। কিন্তু, প্রাণপ্রাচুর্যে আজও যে কোনও যুবককে হার মানিয়ে দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। আজও একদেশ থেকে আরেক দেশে ছুটে চলেন তিনি। একইসঙ্গে ৪টি শহরে বিভিন্ন ইভেনেট যোগ দেন। রাজনৈতিক কাজকর্ম হোক বা দলীয় কাজকর্ম অথবা কূটনৈতিক আলাপচারিতা-নাগাড়ে করে চলেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিন শুরু হয় যোগব্যায়াম দিয়ে। তারপর সূর্য প্রণাম। সকাল ৯ টার মধ্যে প্রাতঃরাশ সেড়ে ফেলেন তিনি। প্রাতঃরাশে থাকে নানান ফল ও ফলের রস। তার সঙ্গে হিমাচলি বিশেষ মাশরুম ও ড্রামস্টিক পরোটা। এছাড়া তাঁর খুব প্রিয় সাদা ধোকলা ও খিচুড়ি।

মিলেট বা বাজরার রুটিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর খুব প্রিয়। এবার বিল গেটসকেও তিনি এই রুটি খাওয়ার অনুরোধ জানালেন।একদিন বিশ্রামও নেন না। তবু তাঁর মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই। যা দেখে হতবাক হয়ে যান অনেকেই। সকলেরই প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রীর এই ফিটনেসের রহস্য কী? এবার ধনকুবের বিল গেটসের সঙ্গে আলাপচারিতায় নমো অকপটে জানালেন তাঁর ফিট থাকার রহস্য।

শনিবারে এই বিষয়ে এক ভিডিও প্রকাশ করছেন স্বয়ং মোদীজি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মার্কিন সেলেব শেফ বার্ণথ ধনকুবের বিল গেটসকে বাজরার রুটি তৈরি শেখাচ্ছেন। বলা বাহুল্য, বাজরার রুটি নরেন্দ্র মোদীর অতি প্রিয় খাবার।

ধনকুবের বিল গেটসের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ফিট থাকার রহস্য নিজেই ফাঁস করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিরামিষাশী। বিদেশে গেলেও তাঁর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত রাঁধুনি থাকেন। অত্যন্ত সাত্ত্বিক জীবনযাপন করেন নমো।

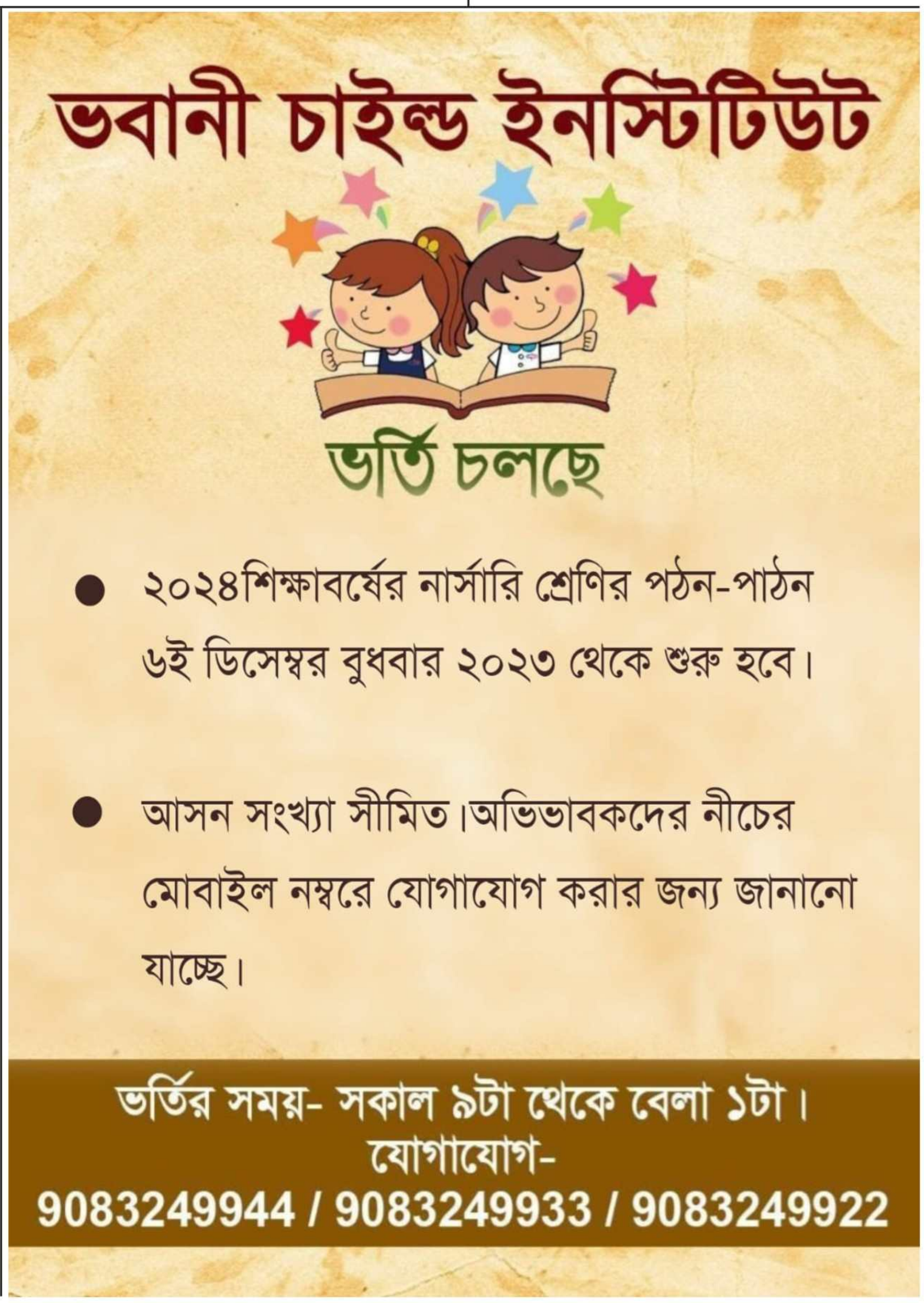

গাজার আল-শিফা হাসপাতালে ১৩ দিন ধরে
ভয়াবহ হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গাজার আল-শিফা হাসপাতালে ১৩ দিন ধরে ভয়াবহ হামলা চালাচ্ছে ইজরায়েল। এই হামলায় প্রায় ৪০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছে চিকিৎসাধীন রোগী, যুদ্ধে বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং মেডিকেল কর্মীরা। এই হামলা প্রসঙ্গে ইজরায়েলের তরফে জানান হয়েছে, গাজার সর্ববৃহত এই হাসপাতালের মধ্যে রয়েছে হামাসের কর্মকর্তারা।উল্লেখ্য, গত ৭ ই অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের হামলায় ১ হাজার ২০০ জনের মতো নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩২০ জনের মতো সেনা রয়েছেন। এই হামলার পরেই গাজার ওপর হামলা শুরু করে ইজরায়েল বাহিনী। ইজরায়েল এবং হামাস সংঘর্ষের জেরে গাজায় মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৩২ হাজার। জাতিসংঘ জানিয়েছে, ইজরায়েল -হামাস যুদ্ধের প্রধান শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। গত তিন মাসে ইজরায়েলি হামলায় প্রাণ গাজায় প্রাণ হারিয়েছে ১০ হাজারেরও বেশি শিশু। শুধু প্রাণ হারান নয় ইয়রায়েলি হামলায় আহত হয়েছেন শতাধিক শিশু। একথায় ইজরায়েলি হামলায় মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে গাজা।সেই জন্যই এই হাসপাতালে হামলা চালান হয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে জানান হয়েছে- গত ২৪ ঘণ্টায় ইজরায়েল ৫০ টি বোমা হামলা ঘটিয়েছে। এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৮২ জন। সম্প্রতি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস হয়। তবে এরপরেও গাজায় কমেনি ইজরায়েলি হামলা। এরফলে এখন দেখা দিয়েছে দুর্ভিক্ষ।

সাংসদকে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন
নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের বাসিন্দাদের একাংশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বারবার আবেদন করেও মেলেনি বাড়ি, হয়নি রাস্তা।' লোকসভা ভোটের প্রচারে বেরিয়ে গ্রামবাসীর ক্ষোভ শুনলেন বীরভূমের তিন বারের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়। সাংসদকে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের বাসিন্দাদের একাংশ।এই পরিস্থিতিতে কেষ্ট-হীন বীরভূমে লোকসভা ভোট। কী হবে তৃণমূলের ? রাজ্যের শাসক দল কি পারবে ভোট বৈতরণী পার হতে ? শতাব্দীর বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী করেছে প্রাক্তন ওচঝ দেবাশিস ধরকে। বীরভূমের মতো হেভিওয়েট কেন্দ্র থেকে কোচবিহারের প্রাক্তন পুলিশ সুপার দেবাশিস ধরকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। ইস্তফা দেওয়ার ৯ দিনের মাথায় ওচঝ থেকে সরাসরি ভোটযুদ্ধে নেমে পড়েছেন দেবাশিস ধর। ইস্তফাপত্রে দেবাশিস ধর জানিয়েছিলেন, তিনি সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তিনি। অবশেষে ইস্তফা মঞ্জুর হতেই, বীরভূমে ৩ বারের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে দেবাশিস ধরকেই প্রার্থী করল বিজেপি।যদিও শতাব্দীর আশ্বাস, ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাস্তা শীঘ্রই সারাই হবে।

এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার গ্রামবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়েছেন শতাব্দী। এর আগে দিদির সুরক্ষাকবচ কর্মসূচিতে গিয়ে দিদির দূত হিসেবে একাধিকবার বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে শতাব্দীকে। রামপুরহাট, নলহাটি, মহম্মদবাজার, দুবরাজপুরে গিয়ে গ্রামবাসীর অভাব-অভিযোগ শুনতে হয় তৃণমূল সাংসদকে। পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে গিয়েও বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন শতাব্দী। গত বছর জুনে বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। সেবার দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই গ্রামে দলীয় প্রচারে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তৃণমূল সাংসদকে। গ্রামবাসী অভিযোগ জানান, জলের অভাব, মিলছে না বার্ধক্য ভাতাও। বারবার আবেদন করেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এবার লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়েও তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হল।তবে কি অনুব্রত মণ্ডলের অনুপস্থিতি প্রকট হচ্ছে বীরভূমে ? প্রসঙ্গত, গরু পাচার মামলায় ২০২২ সালের ১১ অগাস্ট অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই । এরপর আর্থিক তছরুপ বিরোধী আইনে ইডির দায়ের করা মামলায় ২০২২-এর ১৭ নভেম্বর থেকে জেলবন্দি বীরভূমের জেলা তৃণমূল সভাপতি। বর্তমানে তিনি দিল্লির তিহার জেলে রয়েছেন।

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় নিঃস্বার্থ স্বপন বাউলের
ভোট সচেতন দেখতে মানুষের ভিড় নজর কাড়ে

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন : গত ৩০ মার্চ বাঁকুড়া জেলায় এবং ৩১, মার্চ পুরুলিয়া জেলায় ২০২৪ লোক সভা ভোট সচেতন করতে দেখা গেলো এক বাউল শিল্পীকে । যিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির দেওয়া হাতে একতারা ও কোল ডুগী বাজিয়ে পায়ে ঘুঙ্গরের তালে তালে নৃত্য করে বাউল গানে লোক সভা ভোট সচেতন করছেন। বাউল শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করে জানা গেলো তিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত আশির্বাদ ধন্য শিল্পী এবং নিঃস্বার্থ সমাজ সচেতনের শিল্পী এছাড়া কেন্দ্র নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য নির্বাচন কমিশন এবং বর্ধমান জেলা প্রশাসন নির্বাচন দপ্তরের সম্মানিত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল। সুদূর খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমান থেকে ছুটে এসে ৩০ জুলাই বাঁকুড়া জেলায় ও ৩১ জুলাই পুরুলিয়ায় জেলা শাসক, এস ডিও অফিস , এস পি অফিসের সামনে এবং শহরের ব্যাস্ত রাস্তায় মোড়ে মোড়ে বাউল গানের মাধ্যমে মানুষকে ভোট সচেতন করলেন ।বাউল গানে বলছেন শান্তি পূর্ন ভোট দাও শান্তি ভঙ্গ কেউ কোরো না। সন্ত্রাস মুক্ত ভোট হতে হবে বোমাবাজি খুনো খুনি কেউ করবেন না।। বক্তব্যে বলছেন নিজের ভোট নিজে দাও নির্ভয়ে ভোট দাও ভোট নস্ট কোরো না। ভোট দানে কেউ পিছু হেঁটো না ।অবাধপক্ষপাত হিন ভোটে কেউ জাত পাতের ভেদাভেদ করে গোষ্ঠীর প্রলোভনে ফাঁদে পোরো না। নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে স্বপন দত্ত বাউলের এই ভোট সচেতনে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা বাউল গানে দিতে দেখে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া দুই জেলার মানুষই মুগ্ধ। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে স্বপন দত্ত বাউল বলেন আমি বিগত সকল ভোটেই পথে নেমেছি ।দেখেছি ভোট এলেই সন্ত্রাস,বোমাবাজি , মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়া মত জঘন্ন ঘটনা ঘটে। তাই আমি লোক সভা ভোট যাতে সুষ্ঠ নির্বাচন ও শান্তি পূর্ন ভোট হয় তাই রাজ্যের জেলায় জেলায় নিজের উদ্যোগেই নিঃস্বার্থ ভাবে বাউল গানে ভোট সচেতন করছি জনগণ ও রাজনৈতিক সকল দলগুলিকে এবং নির্বাচন কমিশনকে কঠোর হতে বলছি অর পুলিশ প্রশাসনকে দায়িত্ব পালন করতে বলছি শান্তি পূর্ন ভোট করার লক্ষ্যে। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার মানুষের ভালবাসা পেয়েছি নিঃস্বার্থ ভোট সচেতন করার জন্য।

সৌগতকে কাছে পেয়ে
উচ্ছ্বাসের ছবি দেখা গেল সাধারণ মানুষের মধ্যেও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গলায় বিশাল মালা, চোখে চশমা, মাথায় পাগড়ি, মুখে হাসি। কখনও হাততালি দিচ্ছেন, কখন কোমর দোলাচ্ছেন গানের তালে তালে। নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বাগুইআটি নারায়ণতলায় গোপাল সেবা অনুষ্ঠানে গানের সঙ্গে এভাবেই তাল মিলিয়ে নাচলেন দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌগত রায়।তবে এদিন নিজের নাচ নিয়েও কথা বলতে দেখা যায় সৌগতকে। সকলের নাচ দেখে যে ধর্মের টানে তিনিও মেতে উঠেছিলেন তাও বলেন অকপটে। সৌগতর কথায়, "রাধে রাধে গানটা তো উত্তর ভারতের। সবাই এই গানের সঙ্গে মেতে ওঠেন। এর মধ্যে কোনও অভব্যতা নেই, রাজনীতি নেই। সবাই করে। সবাই নাচছে দেখে নাচতে ইচ্ছা হল।"গোপালের প্রশংসায় পঞ্চমুখও হলেন। সৌগতকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বাসের ছবি দেখা গেল সাধারণ মানুষের মধ্যেও। তাঁর সঙ্গে গানের তালে কোমরও দোলালেন অনেকেই।

প্রসঙ্গত, নারায়নতলা ব্যায়াম সমিতির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল এই গোপাল সেবা অনুষ্ঠানের। এই সমিতিরও ভূয়সী প্রশংসা শোনা গেল সৌগতর মুখে। বলেন, "নারায়নতলা ব্যায়াম সমিতির এটা অসাধারণ উদ্যোগ। মোট এক হাজার একটা গোপালের মূর্তি এনেছেন মহিলারা। গোপাল বিশেষভাবে প্রিয় মহিলাদের কাছে। গোপালের শিশু সুলভ সারল্য ওদের খুব ভাল লাগে। এত বড় প্রচেষ্টা আমি এর আগে দেখিনি। এটা একটা দেখার মতো জিনিস। ওরা দু হাজার লোককে খাওয়াচ্ছে। খুবই সুন্দর পরিবেশ।"

জি ই এম এর মাধ্যমে সংগৃহীত পণ্যের
মোট অর্থমূল্য চার লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি অর্থবর্ষের শেষে জিইএম (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেট প্লেস)-এর মাধ্যমে সংগৃহীত পণ্যের মোট অর্থমূল্য চার লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এটি সরকারি সংগ্রহের ক্ষেত্রে ডিজিটাল ব্যবস্থার সাফল্য এবং স্বচ্ছতার বার্তা দিচ্ছে। আগের অর্থবর্ষের তুলনায় এই অর্থবর্ষে জিইএম-এর মাধ্যমে ব্যবসার হার বেড়েছে ২০৫ শতাংশ। সরকারি পোর্টাল ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও দেশের যে কোনও প্রান্ত থেকে সরকারি টেন্ডারে অংশ নিতে

এরপর ৩ পাতায়

সুন্দরবনবাসী দের ঝুঁকি পূর্ণ জীবন থেকে
মুক্তির পথ দেখাচ্ছে 'পান চাষ' !

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন :জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের সঙ্গে লড়াই করে প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে মাছ, কাঁকড়া শিকার করে কিংবা মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতে দেখা যায় সুন্দরবনবাসীদের! আর এভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে রোজ কোন না কোন সুন্দরবনবাসী প্রাণ হারাচ্ছেন। হয় বাঘের আক্রমণের শিকার হয়ে নয়তো কুমিরের আক্রমণে । তার উপরে এখন আবার জঙ্গলে যাওয়ার ব্যাপারে রয়েছে সরকারি নানান বাঁধা-নিষেধ।আর একদিকে প্রাণের ভয় সঙ্গে সরকারি বাঁধা নিষেধ সব মিলিয়ে জঙ্গলের উপরে ভরসা করে আর জীবিকা নির্বাহ করতে পারছেন না তারা। দিন দিন পড়ছে অর্থনৈতিক সংকটে। দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা। আর সুন্দরবনবাসীদের এই দুর্বিষহ জীবনে অক্সিজেন যোগাতে বর্তমানে সুন্দরবনের মৎসজীবীরা মাছ, কাঁকড়া শিকারের বিকল্প পথ হিসাবে বেছে নিচ্ছেন পান চাষ কে। আর এই পান চাষ এখন পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনবাসীদের বিঘা প্রতি জমিতে খরচ খরচা বাদ দিয়ে প্রায় বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনের পন্থা হিসাবে সুন্দরবনবাসীদের জীবনে নবকিরণের সূর্যোদয় ঘটাচ্ছে। যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ঝাড়খালি গ্রামের তেমনি একজন পান চাষী হলের সুশান্ত মন্ডল ।তিনি তার ৭কাটা জমিতে পান চাষ করছেন আজ প্রায় দুবছর ধরে। সুশান্ত বাবু কাছে ওঁনার মৎসজীবি জীবন ছেড়ে নিজে কে যে তিনি একজন পান চাষী হিসাবে সুন্দরবনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার গল্প আমাদের বলার সময় তিনি বলেন , "আমি আগে আর সকল সুন্দরবনবাসীর মতো নদী মাছ, কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করতাম। আর যখন নদীতে যেতাম তখন থেকে শুরু করে বাড়িতে ফেরার আগে পর্যন্ত পরিবারের সবাই চিন্তায় থাকতো। যে কখন না কখন কোন খারাপ খবর আসে। কারণ, প্রতিবছর এই নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রায় চল্লিশ, পঞ্চাশ জন করে মানুষের প্রাণ চলে যায়। আর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আর কত দিন চলতে পারে বলুন! তাই একদিন মৈপিট থেকে এক ভদ্র লোক আমার বাড়িতে এসে আমার এই জায়গা দেখে তিনি নিজে এই পানের চারা লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আজ প্রায় দুবছর আমি আর নদীতে যায় না। এই পানের বাগান থেকে আমার সংসার চলে যায়। সব খরচ খরচা বাদ দিয়ে আমার এই সাত কাটা জায়গায় প্রায় পনেরো, কুড়ি হাজার টাকা করে এখন আমার মাসে ইনকাম এই পান চাষ থেকে। আর এই পানের চারা প্রত্যেক বছরে লাগাতেও হয় না আপনি একবার বসালে এখন অনেক বছর ধরে পান পাবেন এই পান গাছ থেকে। তাই আমার মতে সুন্দরবনের বাসিন্দারা এই পান চাষে উদ্যোগী হলে তারাও আমার মতো লাভবান হবে বলে আমার মনে হয়'।

গণতন্ত্র বাঁচাও জনসভা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অপব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে ফের একই অবস্থানে চলে এল কংগ্রেস ও তৃণমূল।রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়ালের গ্রেফতারিকে সামনে রেখে বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' মঞ্চ এক সুরে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই, আয়কর দফতরের রাজনৈতিক অপব্যবহারের অভিযোগ তুলতে চলেছে। রবিবার আম আদমি পার্টি মূলত কেজরীওয়ালের গ্রেফতারিকেই প্রধান বিষয় হিসেবে তুলে ধরতে চাইলেও কংগ্রেস জানিয়েছে, এটা গণতন্ত্র বাঁচাও জনসভা। সংবিধানকে বাঁচানোর জনসভা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের পাশাপাশি নির্বাচনী বন্ড কেলেঙ্কারি, বিচারবিভাগকে নিশানা, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের মতো বিষয়ও তুলে ধরা হবে।

তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন জানিয়েছেন, এখন 'মোদীর গ্যারান্টি' বলে ঢাক পেটানো নরেন্দ্র মোদী গত দশ বছরের কোনও গ্যারান্টিই পূরণ করতে

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

কোচবিহারে সভা মমতা ও মোদীর

রাজনৈতিক মহলে হইচই শুরু হয়েছে। প্রস্তুতি শুরু হয়েছে প্রশাসনের অন্দরেও।৫ তারিখ জলপাইগুড়ি টাউনে জনসভা করার কথা রয়েছে মমতার। এরপর দ্বিতীয় দফায় যখন আসবেন তখন ১৩ এপ্রিল ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে সভা করার কথা রয়েছে তাঁর। ১৬ এপ্রিল আবার ধূপগুড়িতে প্রচার কর্মসূচি রয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমোর।

১-ম পাতার পর

বিহারের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডে আপেল নির্বাচনী প্রতীকে প্রার্থী দেওয়ার অনুমতি পেয়েছে জন সুরাজ পার্টি

পার্টিও রয়েছে। নির্বাচন কমিশন তাদেরকে রাজ্য দল হিসেবে আপেল প্রতীক বরাদ্দ করেছে।

নির্বাচন কমিশন সাধারণভাবে দলের কাঠামো এবং ফলাফলের ওপরে নির্ভর করে রাজনৈতিক দলগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করে থাকে। এর মধ্যে জাতীয় দলগুলির মর্যাদা বেশি। তবে নতুন নথিভুক্ত দলগুলিকে নির্দিষ্ট রাজ্য কিংবা অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়া হয়। তারপর তাদের ফলাফল অনুযায়ী মর্যাদা বৃদ্ধি করে নির্বাচন কমিশন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিহারের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডে আপেল নির্বাচনী প্রতীকে প্রার্থী দেওয়ার অনুমতি পেয়েছে জন সুরাজ পার্টি। বিহারের বাকি যে তিনটি দল নির্বাচন কমিশনে নথিভুক্ত হয়েছে, সেগুলি হল, অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স, কিষাণ ক্রান্তি দল, মিশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট জাস্টিস পার্টি।

বাকি তিন দলের নির্বাচনী প্রতীকের মধ্যে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স পেয়েছে রিং, মিশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট জাস্টিস পার্টি পেয়েছে হুইসেল এবং কিষাণ ক্রান্তি দল পেয়েছে খাবার ভরা প্লেট। এই তিনটি দল বিহারের চল্লিশটি আসনের জন্য তাদের নাম নির্বাচন কমিশনে নথিভুক্ত করেছে।

প্রসঙ্গত, ২০২২-এ জন সুরাজ নামে দল গঠনের কছা জানিয়েছিলেন প্রশান্ত কিশোর। দল গঠনের পর থেকে তিনি বিহারের বিভিন্ন জেলায় পদযাত্রা করেছেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। যা তিনি এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের নেতারা নির্বাচনে কেন্দ্রের এনডিএ সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন

উষা পাঠক/মীনাক্ষী চৌধুরী: নয়াদিল্লি, মার্চ ৩১, ২০২৪ (এজেন্সি): নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের নেতারা আজ এই নির্বাচনে কেন্দ্রের এনডিএ সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ঐতিহাসিক রামলীলা ময়দান থেকে আয়োজিত 'স্বৈরশাসক সরান, গণতন্ত্র বাঁচাও' সমাবেশে জোটের নেতারা এ আহ্বান জানান। এই সমাবেশে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, দুর্নীতির অভিযোগে কারাগারে বন্দী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল সহ অনেক নেতা বক্তৃতা করেছিলেন।

বিরোধী নেতাদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তকারী সংস্থাগুলির অপব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর দমন করতে চায়। তিনি বলেছিলেন যে ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তার এরই একটি অংশ।

তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকার তার ৯ বছরের মেয়াদে মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বকে শীর্ষে নিয়ে গেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারি হাতে চলে যাচ্ছে।

সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনিতা কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের বার্তা পড়ে শোনান। এএপি নেতারা আরও অভিযোগ করেছেন যে রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের মহা সমাবেশের জন্য বাসে আসা কর্মীদের রাজঘাটের কাছে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেখান থেকে জনতার ভিড় ট্র্যাফিকের মধ্য দিয়ে র‍্যালির জায়গায় পৌঁছানোর জন্য।

"কোথাকার রাজমাতা", কৃষ্ণনগর বিজেপির প্রার্থীকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর, মতুয়া ভাই বোনদের বললেন সি এ এ ফাঁদে পা দেবেন না

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : নদিয়ায় রবিবার ধুবুলিয়ার সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রথম জনসভা। রবিবার ভোররাতে কালবৈশাখী ঝড়ো হাওয়ায় এবং বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সভা মঞ্চের। প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তি সহ কর্মীদের মধ্যে আলোচনায় যে সভা করা যাবে কিনা। দিনের আলো ফুটতে ফুটতেই মাঠ সাফাই এর কাজ শুরু হয়ে যায় মঞ্চ সহ সমস্ত প্যান্ডেলের কাজ মেরামতি করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা। ঠিক সময় মতই কর্মী সভা শুরু হয়। কৃষ্ণনগরের দলীয় প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের প্রচার সভা থেকে বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায় কে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। "কোথা থেকে মাতা রাজ হলেন"! এখন দেশে তো আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে। আমরা সবাই প্রজা,কেউ রাজা নেই, যারা যারা রাজা আছেন তারা গিয়ে রাজপ্রাসাদে থাকুন। সেখানে গিয়ে জনগণের ধর্ম পালন করুন। মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না তাহলে কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্টাবো। নাম না করে বলেন দেশের প্রধান কে। আর তা করলে জায়গা পাবেন না, মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। সিরাজদৌল্লা কে বাংলার মানুষ সমর্থন করে কিন্তু মীরজাফরকে কখনো করে না। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে ব্রিটিশদের সম্পর্ক নিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে প্রবল আক্রমণ করেন মমতা। বিজে পি এই কেন্দ্রে মহুয়ার বিরুদ্ধে প্রার্থী দিতে পারছিলেন না। শেষমেষ কি করবেন এই রাজবাড়ী থেকে প্রার্থী করা হলো। সিরাজদৌল্লা ভালো না খারাপ সেটা আলোচ্য বিষয় না যে লোকটা লর্ড ক্লাইভের বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলার স্বাধীনতার যুদ্ধকে খতম করার জন্য আর সেই নামটাকে নিয়েই মোদী বাবু ভোট প্রচার করে বাজার গরম করতে চাইছেন। মোদি বাবু মনে হয় ইতিহাস ভুলে গেলেন!

কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে সাতটি বিধানসভা রয়েছে তেহট্ট,পলাশীপাড়া,কালীগঞ্জ নাকাশিপাড়া,চাপড়া, কৃষ্ণনগর উত্তর, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ২০২১ এর ভোটে তৃণমূল কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র ছাড়া সবকটিতেই জয়লাভ করে। ৬৩ হাজারও বেশি ভোটে এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে ২০১৯ এ মহুয়া জয়লাভ করে।

এই সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, বাংলায় আমরা একা লড়ছি আমরা একাই বিজেপিকে হারাতে সক্ষম, সিপিএম কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানেই বিজেপিকে ভোট দেওয়া। দেশে একজোট হয়ে লড়াই করো কিন্তু বাংলায় সেকথা ভেবোনা বাংলায় সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে। বিজেপি একটা দাঙ্গাবাজ দল। নিজেদের সর্বনাশ ডেকে না নিয়ে আসলে কাউকে ভোট দেবেন না। ইন্ডিয়া নামটা আমারই দেওয়া সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী ভাবা হয়েছিল একসঙ্গে লড়াইয়ের কিন্তু কংগ্রেস এবং সিপিএম আমাদের রাজ্যে মেনে নিতে পারেনি তাই আমরা রাজ্যে একাই লড়ছি। আরেকটা সংখ্যালঘু দল তৈরি হয়েছে তাকে ভোট দেওয়া মানেই বিজেপিকে ভোট দেওয়া এটা সকলের মনে রাখতে হবে। এই লোকসভা কেন্দ্রে রয়েছে মতুয়া আর সংখ্যালঘু মানুষ যারা সিএএ নিয়ে উদ্বিগ্ন। এই কেন্দ্রে রয়েছে পরিযায়ী শ্রমিক যারা ভিন্ন রাজ্যে আক্রান্ত হয়েছেন।

মহুয়াকে পাশে নিয়ে বলেন ওর বাবা-মা কিছু জানেনা তল্লাশি করে চলে এলো কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এখানকার মানুষ লোকসভায় মহুয়াকে পাঠিয়েছিলেন লোকসভা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে মহুয়াকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে মহুয়াকে পুনরায় লোকসভায় পাঠিয়ে। মহুয়ার কি দোষ ও একটু স্পিডে এবং জোরে কথা বলে তাই এবং বিজেপির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতো এটাই ওর একমাত্র দোষ, সব সময় মানুষের কথা বলতো। বাংলার ৪২ টা সিটে তৃণমূলকে জেতাতে হবে এমনই বার্তা দিলেন কৃষ্ণনগরের পাশে রানাঘাট লোকসভা সেখানে মুকুটমণি অধিকারী দাঁড়িয়েছে তাকে জেতাতে হবে তারই বার্তা দিয়ে গেলেন এই সভা স্থল থেকে। দুটি লোকসভা কেন্দ্র কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট রাজ্যের মধ্যে এই জেলাতেই সব থেকে বেশি মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। এই কারণে জেলার মুক্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরা অপেক্ষা করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি কি বলেন সি এ এ নিয়ে। তিনি মতুয়া ভাই বোনদের উদ্দেশ্য বলেন কেউ সিএ এ ফাঁদে পা দেবেন না, সি এ এ মাথা আর এন আর সি হলো তার লেজুড়।

২ পাতার পর

জি ই এম এর মাধ্যমে সংগৃহীত পণ্যের মোট অর্থমূল্য চার লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে

পারছেন। এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির সক্রিয়তাও নজর কেড়েছে। চলতি অর্থবর্ষে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লির মতো রাজ্যগুলিতে জিইএম-এর মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি সংগ্রহ হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রক, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সহ কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির। ৪ লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশ অর্থই এসেছে এইসব সংস্থার সক্রিয়তার কারণে। উল্লেখযোগ্য হল, কেন্দ্রীয় স্তরে সর্বোচ্চ সংগ্রহের তালিকায় রয়েছে কয়লা, বিদ্যুৎ, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক এবং তাদের সহযোগী সংস্থাগুলি। জিইএম-এর ক্ষেত্রে ১.৫ লক্ষের বেশি সরকারি ক্রেতা এবং ২১ লক্ষ বিক্রেতা রয়েছেন। এই সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় ৮৯,৪২১টি পঞ্চায়েত এবং ৭৬০টির বেশি সমবায়কে যুক্ত করার ফলে সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় গতি এসেছে। জিইএম-এর সিইও শ্রী পি কে সিং বলেন, এই সরকারি ব্যবস্থায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি কারিগর, কলাকুশলী, হস্তশিল্পী, মাঝারি শিল্প সংস্থাগুলির আয় বেড়েছে। ১২,০৭০টির বেশি পণ্য এবং ৩২০-রও বেশি পরিষেবার ক্ষেত্রে জিইএম 'ওয়ান স্টপ শপ' হয়ে উঠেছে। ২০১৬ সালে এই পোর্টালের সূচনা হয়েছিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবসার পরিমাণ পৌঁছে গিয়েছে ৪ লক্ষ কোটি টাকায়।

২ পাতার পর

গণতন্ত্র বাঁচাও জনসভা

পারেননি। সেই ব্যর্থতাও তুলে ধরবে তৃণমূল।তার আগে আজ কোন কোন বিরোধী দলের নেতানেত্রীর বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআইকে কাজে লাগানো হয়েছে, তা নিয়ে কংগ্রেসের তৈরি তালিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই উঠে এল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। যে সব বিরোধী শিবিরের নেতা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে তাঁদের বিরুদ্ধে ইডি-সিবিআইয়ের তদন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাঁদের নিয়ে তৈরি কংগ্রেসের তালিকাতেও জায়গা করে নিলেন তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া শুভেন্দু অধিকারী, মিঠুন চক্রবর্তী, শোভন চট্টোপাধ্যায়, মুকুল রায়।

রবিবার 'গণতন্ত্র বাঁচাও'-এর স্লোগান তুলে রামলীলা ময়দানের জনসভায় কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি-র মতো ইন্ডিয়া-জোটের দলগুলির সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসও যোগ দিচ্ছে। তৃণমূলের হয়ে রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন ও সাগরিকা ঘোষ যোগ দেবেন। অন্যান্য বিরোধী দলের নেতানেত্রীরাও থাকছেন। এই দলগুলির মধ্যে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেস বা অন্য কোনও বিরোধী দলের আসন সমঝোতা না হলেও তৃণমূলের রামলীলা ময়দানে উপস্থিতিকে আজ কংগ্রেস বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছে। উল্টো দিকে তৃণমূলও জানিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আসন সমঝোতা নিয়ে দর কষাকষির পর্ব মিটে গিয়েছে। এখন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানোর বিরুদ্ধে একসঙ্গে বিজেপির মোকাবিলা করতে হবে। কারণ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে এখন অরবিন্দ কেজরীওয়াল, হেমন্ত সোরেনের মতো নির্বাচিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রীদেরও জেলে পোরা হচ্ছে। রবিবাসরীয় রামলীলায় জনসভার আগেই আজ কংগ্রেস, তৃণমূলের মধ্যে বিজেপিকে আক্রমণে সমন্বয় দেখা গিয়েছে। বিজেপিতে যোগ দিলেই ইডি, সিবিআই তদন্ত থেকে মুক্তির একের পর এক উদাহরণ তুলে শনিবার সকালে কংগ্রেস দিল্লিতে 'বিজেপির ওয়াশিং মেশিন' নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। দুপুরে ঠিক একই ভাবে তৃণমূলও কলকাতায় 'বিজেপির ওয়াশিং মেশিন' নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। এনসিপি ভেঙে অজিত পওয়ারের সঙ্গে মিলে বিজেপির হাত ধরা প্রফুল্ল পটেলের বিরুদ্ধে সিবিআই সম্প্রতি এয়ার ইন্ডিয়া দুর্নীতির তদন্তের পাট গুটিয়ে ফেলেছে। সেই উদাহরণকে সামনে রেখে আজ কংগ্রেস, তৃণমূল একই সুরে বিজেপির বিরুদ্ধে 'ওয়াশিং মেশিন' চালানোর অভিযোগ তুলেছে। দিল্লিতে কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা, কলকাতায় তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন, বিজেপিতে যোগ দিলেই ইডি, সিবিআইয়ের মামলায় অভিযুক্ত নেতারা ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে কালিমালিপ্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন।কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র জয়রাম রমেশ বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে আমাদের আসন সমঝোতা হয়নি। তা সত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চপদস্থ নেতা রবিবার জনসভায় থাকবেন। কারণ এটা কোনও একটি দলের জনসভা নয়। এটা ইন্ডিয়া-র জনসভা। মোট ২৮টি দল এতে যোগ দিচ্ছে। তৃণমূলও এই জনসভায় যোগ দিচ্ছে। যার অর্থ হল, তৃণমূল ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে বেরিয়ে যায়নি।' একই ভাবে তৃণমূল নেতৃত্বও জানিয়েছেন, যে ভাবে হেমন্ত সোরেন, অরবিন্দ কেজরীওয়ালের মতো বিরোধী শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের ইডি, সিবিআই গ্রেফতার করছে, তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করছেন, গোটা বিরোধী শিবিরকে এককাট্টা হতে হবে।আজ কংগ্রেস মোট ৫১টি ঘটনার তালিকা প্রকাশ করেছে, যেখানে ২০১৮ থেকে গত ছয় বছরে বিরোধী দলের নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই পদক্ষেপ করেছে বা সমন পাঠিয়েছে অথবা গ্রেফতার করেছে। এই তালিকায় সাত নম্বরেই রয়েছে ২০২১-এর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী, শ্যালিকাকে সমন পাঠানোর উদাহরণ। একই সঙ্গে মলয় ঘটক, পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে অনুব্রত মণ্ডল, জাকির হোসেনের মতো তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়কদের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআইয়ের তল্লাশি বা গ্রেফতারিরও উল্লেখ রয়েছে তালিকায়। একই সঙ্গে হিমন্তবিশ্ব শর্মার মতো যে সব নেতা কংগ্রেস বা অন্য বিরোধী দল থেকে বিজেপিতে গিয়ে ইডি, সিবিআই তদন্ত থেকে রেহাই পেয়েছেন, তাঁদেরও নামের তালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। সেখানে নারদকেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত শুভেন্দু অধিকারী, শোভন চট্টোপাধ্যায়, সারদা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হিসেবে মিঠুন চক্রবর্তী, মুকুল রায়ের নাম রয়েছে। যাঁরা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছেন। কংগ্রেসের পবন খেরা, তৃণমূলের কুণাল ঘোষ আজ এই তালিকারই সর্বশেষ উদাহরণ হিসেবে প্রফুল্ল পটেলের ঘটনা তুলে ধরেছেন। ইউপিএ সরকারের বিদেশমন্ত্রী প্রফুল্ল পটেলের বিরুদ্ধে অতীতে বিজেপিই এয়ার ইন্ডিয়ার কোটি কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ তুলেছিল। তিনি এনসিপি ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার পরে সম্প্রতি সিবিআই তাঁর বিরুদ্ধে মামলা গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিজেপিকে দুর্নীতিগ্রস্তদের আশ্রয়স্থল হিসেবে উল্লেখ করে কুণাল ঘোষ বলেন, "এজেন্সিকে ব্যবহার করে বিরোধীদের নিশানা করা হচ্ছে। তাঁরা বিজেপিতে নাম লেখালে সব ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে যাচ্ছেন!" তাঁদের বক্তব্য, বিজেপির চাপের সামনে মাথা নোয়াননি বলেই হেমন্ত সোরেন, অরবিন্দ কেজরীওয়ালদের গ্রেফতার করা হয়েছে।রবিবার রামলীলা ময়দানে আম আদমি পার্টির নেতাদের সঙ্গে শরদ পওয়ার, উদ্ধব ঠাকরে, তেজস্বী যাদব, ফারুখ আবদুল্লা, মেহবুবা মুফতি, সীতারাম ইয়েচুরি, ডি রাজা, ডি দেবরাজন, তিরুচি শিবার মতো বিরোধী শিবিরের নেতানেত্রীরা হাজির থাকছেন। তৃণমূলের তরফে থাকছেন ডেরেক ও'ব্রায়েন। হেমন্ত সোরেনের স্ত্রী কল্পনা সোরেন, ঝাড়খণ্ডেরবর্তমান মুখ্যমন্ত্রী চাম্পাই সোরেনও থাকবেন। কংগ্রেসের তরফে মল্লিকার্জুন খড়্গে, রাহুল গান্ধীর পাশাপাশি সনিয়া গান্ধীও হাজির থাকতে পারেন। বিজেপি কটাক্ষ করে বলেছে, ইন্ডিয়া জোট আগে প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রার্থী কে হবেন, সেই বিবাদের নিষ্পত্তি করুক।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৮৯ সংখ্যা ০১ এপ্রিল, ২০২৪ সোমবার ১৮ চৈত্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

কেজরিওয়ালের মুক্তির দাবিতে ইন্ডিয়া জোটের মহা সমাবেশ

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মুক্তির দাবিতে ইন্ডিয়া জোটের মহা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল দিল্লির রামলীলা ময়দানে। বহুদিন পর ঐক্যবদ্ধ ইন্ডিয়া জোটের ছবি ধরা পরে রবিবারের রামলীলা ময়দানে। সেই মঞ্চে রবিবার উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধি , মল্লিকার্জুন খাড়্গো, সীতারাম ইয়েচুরি প্রমুখ।সভায় বক্তব্য রাখার সময় পুলওয়ামা হামলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ডেরেক। ডেরেক বলেন, 'আমরা চাই সত্যিটা সামনে আসুক। আমরা শ্বেতপত্র চাই।' মঞ্চে রাখা দুটি ফাঁকা চেয়ার দেখিয়ে তিনি বলেন , আমরা দুটো আসন ফাঁকা রেখেছি কেজরিওয়াল এবং সোরেনের জন্য। তাঁরা আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন।

ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যত যে সম্পূর্ণ অন্ধকারে নয়, রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে বিরোধীদের সভায় আরও একবার স্পষ্ট করল তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষরা সাফ জানিয়ে দিলেন,ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূল ছিল, আছে এবং থাকবে। মনে করা হচ্ছে, ভোট পরবর্তী জোটের রাস্তা খোলা রাখলেন তাঁরা।সেই মঞ্চ থেকেই দেশবাসীর উদ্দেশে কেজরিওয়ালের ছ'টি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি শোনালেন সুনীতা কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, "দেশের মানুষ কেজরিওয়ালের পাশে আছেন। তাঁকে আজীবন জেলে রাখা যাবে না।" এদিকে তৃণমূলের দূত হিসেবে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। দিল্লি না গিয়েও রবিবার তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন রামলীলা ময়দানে। মঞ্চে দুটি এলইডি স্ক্রিনে ফুটে উঠছিল বিরোধী দলের নেতানেত্রীদের মুখ। ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিও।আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এর পর থেকেই প্রকাশ্যে বারবার বার্তা কেজরিওয়ালের স্ত্রী সুনীতা। রবিবার প্রথম রাজনৈতিক মঞ্চে দেখা গেল সুনিতা কেজরিওয়ালকে। জেলবন্দি স্বামী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের হেফাজত থেকে পাঠানো বার্তা পড়ে শোনান সুনীতা। রামলীলা ময়দানে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র ডাকা 'মহা সমাবেশ'-এর অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন সুনিতা ছাড়াও ওপর এক মহিলা কল্পনা সোরেন। 'লোকতন্ত্র বাঁচাও' বলে যে সুর রামলীলা ময়দান থেকে বিরোধীরা বেঁধে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেই সুর আরও জোরালো করলেন সুনীতা এবং কল্পনা।

জেলে থাকাকালীন ইতিমধ্যেই একাধিক সরকারি নির্দেশ দিয়েছেন কেজরিওয়াল। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা, তাঁর পদত্যাগও দাবি করেছে। তবে রবিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রশ্ন তোলেন। দিল্লির ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, বিজেপির দাবি অনুযায়ী কেজরিওয়াল পদত্যাগ করবেন না। এরপরই তিনি কেজরিওয়ালের পাঠানো বার্তা পড়ে শোনান ।দেশবাসীর কথা ভেবে যে ছটি প্রতিশ্রুতির দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল, দেশে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুত পরিষেবা, গরিব মানুষদের বিনামূল্যে বিদ্যুত পরিষেবা , দেশের প্রতিটি গ্রামে সরকারি স্কুল স্থাপন করে শিশুদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা, প্রতিটি গ্রামে বিনামূল্যে চিকিতসার জন্য মহল্লা ক্লিনিক স্থাপন করা, প্রতি জেলায় সরকারি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, স্বামীনাথন কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য দেওয়া, এবং ক্ষমতায় এলে দিল্লিকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া।

ঘটনাচক্রে, দু'জনের স্বামীই ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছেন। অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং হেমন্ত সোরেন। প্রথম জন ইডি হেফাজতে আর দ্বিতীয় জন জেলবন্দি। জমি দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হওয়ার আগে অবশ্য হেমন্ত সোরেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। কিন্তু কেজরিওয়াল এখনও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে রয়েছেন। সেই দিল্লিতেই ঐক্যবদ্ধ হলেন বিরোধীরা ।লোকসভা ভোটে কেজরীওয়ালের ছয়টি প্রতিশ্রুতির কথা শোনানোর পর উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী আমার স্বামীকে জেলে বন্দি করে রেখেছেন। আপনারা বলুন এটা ঠিক? আপনারা বিশ্বাস করেন তো কেজরিওয়াল দেশপ্রেমিক এবং সত ? বিজেপি সমর্থকরা বলছেন কেজরিওয়ালের পদত্যাগ করা উচিত। কিন্তু আপনারাই বলুন, তাঁর কী করা উচিত?" এর পরই সুনীতা গলা চড়িয়ে বলেন, "আপনাদের কেজরিওয়াল সিংহ। তাঁকে বেশি দিন জেলে বন্দি করে রাখা যাবে না।"

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কেউ কেউ মুসলমান ও হয়ে যান, যেমন দুমকা পাহাড়ের সাঁওতাল জাদুপটিয়া পটচিত্র শিল্পীরা।শুধু ঝাড় খণ্ডের কথাই যদি ধরি তাহলে দেখতে পাচ্ছি সাঁওতাল ছাড়াও ঝাড়খণ্ডে সর্বমোট ৩২ টি জন জাতির বাস। এদের মধ্যে পুরোপুরি কৃষিজীবী জন জাতি হচ্ছে সাঁওতাল, মুন্ডা, হো,ওঁরাও , খারিয়া, ভূমিজ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বিরহর, পাহাড়ি খারিয়া ইত্যাদি জাতির আদিতে শিকার করাই ছিল মুখ্য জীবিকা। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বৃন্দাবনে শ্রী কৃষ্ণ জীবিত

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

বৃন্দাবনে শ্রী কৃষ্ণ জীবিত আছে? এও আবার সত্যি?অবাক লাগবে শুনে, হ্যাঁ এটাই সত্যি আজও প্রচলিত আছে এই বৃন্দাবনে। প্রতিদিনের মতো রোজ ভোরে মঙ্গল আরতির সময় সেই স্থানে সমস্থ জিনিস ব্যবহৃত অবস্থায় পান মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। মন্দিরের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে শাড়ি, শৃঙ্গারের দ্রব্য, এলোমেলো অবস্থায় থাকে বিছানা। পান ও লাড্ডু ভোগ অর্ধের অবস্থায় পাওয়া যায়। অনেকে অবশ্য মনে করেন এই ঘটনা কোন মানুষ অথবা জীব করে থাকে। যদিও বা সেই দাবির কোন সত্যতা প্রমান করতে পারেনি নৃতত্ব গবেষকরা। স্থানীয় মানুষ বেঁচে আছে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের উপস্থিতির প্রাচীন কথাকে নিয়ে। তাঁরা এখনও দাবি করেন, ওই অঞ্চলে রাতের বেলা সাধু সন্তরা বাঁশীর সুর ও নূপুরের ধ্বনি শুনতে পান। বিজ্ঞান আর বিশ্বাসের দ্বন্ব চলছেই যুগ যুগ ধরে। আর নিধিবন থেকে গেছে পৃথিবীর রহস্যের আঁধারে।তবে বৃন্দাবন অতি প্রাচীন এবং অসাধারন মন্দির বাকেবিহারি মন্দির। চোখ টানবে মন্দিরের ভেতর অদ্ভুত সুন্দর কারুকার্যে ভরা রাধা-কৃষ্ণের মুর্তি। বৃন্দাবনের এই মন্দিরটির ছাড়াও আরেকটি জায়গা রয়েছে যা ভক্তদের কাছে অতি আকর্ষণীয় এবং কৌতূহল ভরা। ওই স্থানটি হল নিধিবন মন্দির। নিধি অর্থে সম্পদ এবং চারপাশ জঙ্গলে ঘেরা বলে বন। সেখান থেকেই এই মন্দিরের নাম নিধিবন। এই মন্দিরেই লুকিয়ে আছে অনেক রহস্য। যা আজও পর্যটকদের সমান ভাবে আকর্ষিত করে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই জঙ্গলের সব গাছের শাখাই নিম্নমুখী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গাছের শাখা-প্রশাখা নিচের দিকে মুখ করে রয়েছে বলে মনে করা হয়। যদিও এই মন্দির ও তার আশেপাশের এলাকা অত্যন্ত রুক্ষ, এই সব গাছগুলো সারা বছরে সবুজে ভরে থাকে। কখন এই গাছগুলিতে জলের অভাব দেখা দেয় না। স্থানীয় বাসিন্দা ও মন্দিরের কর্মচারীদের বিশ্বাস এই সব গাছ আসলে বাঁকেবিহারীর লীলাখেলার সঙ্গী গোপিনীর দল। রাত নামলেই নাকি বদলে যায় মন্দিরের এলাকা। তাই বিকেলের পরই বন্ধ করে দেওয়া হয় মন্দিরের দরজা।স্বয়ং বাঁকেবিহারী নাকি আজও রায়কিশোরী ও অন্যান্য গোপিনীদের সঙ্গে লীলা খেলা করেন। মন্দিরের চারপাশ ঘিরে রাখা এই গাছগুলোই গোপিনীতে পরিবর্তিত হয় এবং তারা রাসলীলায় অংশ নেন।

মন্দিরের ভিতরে একটি ছোট কুয়ো আছে। মনে করা হয়, রাসলীলার সময় একদিন রাধা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লে, তাঁর তৃষ্ণা মেটাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই কুয়োটি তাঁর বাঁশি দিয়ে খনন করেন।সন্ধ্যা আরতির পরই এই মন্দিরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাইরে বের করে দেওয়া হয় সমস্ত পর্যটক ও পূণ্যার্থীদের। সকাল পর্যন্ত এখানে যে কোনও কারোর প্রবেশ নিষেধ। এই মহারাসলীলা কাউকে চাক্ষুস করতে দেওয়া হয় না। কয়েকজন অতি-উৎসাহী কখনও সখনও লুকিয়ে সন্ধের পর মন্দিরে থেকে গিয়েছিলেন। সকালবেলা তাঁদের হয় মৃত, নয়তো পাগল অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাই বলা হয় যে এই রকম কোন কাজে কেউ করলে সে মারা যেতে পারে বা বদ্ধ পাগল হয়ে যেতে পারে।

তবে সকলেরই জানা হিন্দু বেদ,পুরাণ,শাস্ত্রে চারটি যুগের কথা বর্ণনা আছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষেরা বিশ্বাস করেন, পুরাণ কাব্য অনুসারে, প্রতি যুগের অন্তিম পর্যায় ভগবান শ্রী বিষ্ণু তাঁর অবতার নিয়ে ধরাধামে আসেন যুগের অন্ত করে নতুন যুগের সূচনা করতে। ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস দ্বাপর যুগে অন্ত হয়েছিল ভগবান শ্রী বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতারের আগমনের পর। কিন্তু ভারতের এই সুপ্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্গে জরিত বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও আধুনিক বিজ্ঞান,প্রযুক্তির কারণে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ আছে পুরাণ কাহিনীতে বর্ণিত শ্রী কৃষ্ণের অলৌকিকত্ব নিয়ে। তবে কৃষ্ণ জন্মভূমি বৃন্দাবনকে ঘিরে এখনও অনেক রহস্য ছড়িয়ে আছে যার কোন ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ব্যখ্যা করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে যে মথুরা,বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ ধর্মস্থান গড়ে উঠেছে, বলা হয় দ্বাপর যুগের এই শ্রী কৃষ্ণ জন্মভূমির কাছে নিধিবন নামে একটি স্থান আছে। এই সেখানে অবস্থিত রঙমহল নামে একটি হিন্দু ধর্মীয় স্থান। অঞ্চলটি গড়ে উঠেছে হাজার হাজার বছরের পুরনো ১৬০০১০৮ টি তুলসি বৃক্ষ দিয়ে, স্থানীয় ভাষায় এই তুলসি বৃক্ষকে পিলু বৃক্ষ বলা হয়। বৈঞ্জানিক তত্বকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তুলসি গাছগুলি আলোর বিপরীতে বেড়ে চলেছে। যেন পুণ্যভূমিকে মাটি স্পর্শ করে আছে। এলাকার মানুষের বিশ্বাস, এই স্থানেই শ্রী কৃষ্ণ দ্বাপর যুগে তাঁর গোপী অর্থাৎ গুপ্ত সখীদের নিয়ে রাসলীলা করতেন। আর তাদের বিশ্বাস আসলে এই ১০০১০৮টি তুলসি বৃক্ষ আসলে শ্রী কৃষ্ণের সখী, যারা রাতের বেলা মনুষ্য রূপ ধারণ করেন ভগবানের সাথে রাসে অংশ নিতে। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না, পৃথিবীর সাতটি রহস্যময় স্থানগুলির মধ্যে এই স্থানটিও বিশেষ রহস্য বহন করে চলেছে বছরের পর বছর ধরে। এই নিধিবন প্রাচীন হিন্দু পুরণ, মহাকাব্য অনুসারে শ্রী কৃষ্ণ জন্মভূমির কাছে অবস্থিত। এই স্থানে রঙমহল বলে একটি স্থান আছে। যাকে দ্বাপর যুগের রাস মঞ্চ বলা হতো।

লোক কথা অনুসারে, গোপীদের নিয়ে এই রঙমহলেই মধ্যরাতে রাসলীলায় অংশ নিতেন শ্রী কৃষ্ণ। আর অদ্ভুত বিষয় এটাই যে এই অঞ্চলের মানুষ এখনও বিশ্বাস করেন প্রতি রাতে এখানে এখনও শ্রী কৃষ্ণ অসেন তার গোপীদের সাথে প্রেম রাসে অংশ নিতে। সেই বিশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়ে আজও ওই অঞ্চলে রাত নামার আগে বন্ধ করে দেওয়া হয় রঙমহলের মূল মন্দিরের দরজা। আর মন্দির বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা নিধিবন অঞ্চল ফাঁকা করে দেওয়া হয় আর ভালো ভাবে তল্লাশি নেওয়া হয় গোটা এলাকার, যাতে নিধিবন সংলগ্ন মন্দিরের আসেপাশে একজনও মানুষ না থাকে। স্থানীয় লোক কথা অনুসারে, রাতের অন্ধকার নামতেই নিধিবন সংলগ্ন চারপাশের অঞ্চল শুধু যে জনমানব শূণ্য হয়ে যায় তা নয় গোটা এলাকায় থাকেনা কেন পশু পক্ষীও। এমনকি নিধিবন সংলগ্ন অঞ্চলে যে বাঁদরগুলি ঘুরে বেড়ায় তারাও রাতের অন্ধকার নামতেই প্রস্থান করে এলাকা ছেড়ে, থাকেনা একটা পাখিও। এমন কি চারপাশের বাড়িতে নিধিবনের দিক করে জানালা পর্যন্ত তৈরী করা হয় না। কি এই নিধিবন রহস্য?

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

ভেঙে যাওয়া বিয়ের বার্ষিকী উদযাপন নওয়াজ ও আলিয়ার!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত বছরের শুরু থেকেই ওঠাপড়া চলেছে বলিউড অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি ও তার স্ত্রী আলিয়া সিদ্দিকির দাম্পত্য জীবনে। দাম্পত্য কলহের জেরে একাধিকবার আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছে দু'জনকেই। এর ফলে দুই সন্তানকে নিয়ে দুবাই চলে যান আলিয়া। শুধু তাই নয়, স্বামী দায়িত্বজ্ঞানহীন, অন্য নারীতে আসক্ত এমন নানা অভিযোগ আনেন। অভিনেতার উপর তাকে গৃহবন্দি করে রাখার অভিযোগও তোলেন তিনি। এমনকি নিজেরাই জানিয়ে দেন, তারা বিবাহবিচ্ছিন্ন। কিন্তু, নতুন বছরে যেন বদলে গেল তাদের সম্পর্কের সমীকরণ। যে স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে ভেঙে গিয়েছিল, তার সঙ্গেই আবার বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করছেন অভিনেতা।

সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অভিনেতা ও সন্তানদের সঙ্গে একটি ভিডিও দিয়ে আলিয়া লেখেন, “১৪তম বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করছি।” যে সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছিল, সেই বিয়েরই আবার বার্ষিকী পালন করছেন তারা।

নওয়াজের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলাকালীনই অন্য এক পুরুষের প্রেমে পড়েছিলেন আলিয়া। 'বিগ বস ওটিটি' প্রতিযোগী থাকাকালীন সেই প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। আলিয়া বলেন, “ও আমার চোখ দেখে আমার প্রেমে পড়েছিল। পেশায় ও সফটঅয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। ও আমাকে শ্রদ্ধা করে, আমাকে ভালবাসে। আমি ওর সঙ্গে থাকলে নিজেকে খুব নিরাপদ মনে করি। সেই জন্যই আমি দীর্ঘ ১৯ বছর পরে এই সম্পর্ক নিয়ে জনসমক্ষে মুখ খুলেছি।”

এক সময় বিস্তর কাদা ছোড়াছুড়ি চলেছে নওয়াজ ও আলিয়ার মধ্যে। কিন্তু এত কিছুর পর ফের বিবাহবার্ষিকী পালন! তবে কি ফের এক হচ্ছেন আলিয়া-নওয়াজ? তাদের এই সপরিবার ছবি দেখে কৌতুহলি নেটিজেনরা। নিজেদের সম্পর্ককে আবার সুযোগ দিচ্ছেন কি না, তা নিয়ে এখনই কিছু স্পষ্ট করেনি এই যুগল।

বিয়ের আগে কেন 'লিভ টুগেদার' করেন, জানালেন আলিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট, বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা দম্পতি। তাদের বয়সের ফারাক প্রায় ১১ বছর। বলিউডের 'ক্যাসিনোভা' হিসেবে পরিচিত রণবীর দীপিকা-ক্যাটরিনার মতো নায়িকাদের মন ভেঙে সম্পর্কে জড়ান আলিয়ার সঙ্গে। পারিবারিক সম্পর্কের জেরে ছোট থেকেই রণবীর কাপুরকে চিনতেন আলিয়া। ১২ বছর বয়সে সঞ্জয় লীলা বানসালির এক ছবির কাজের সূত্রে আলাপ হয়েছিল দু'জনের। যদিও সেই ছবির (বালিকা বধূ) কাজ আর সামনে এগোয়নি।

একই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজের সূত্রে পরবর্তীকালে একাধিকবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, তবে বন্ধুত্ব বেশিদূর গড়ায়নি দু'জনের। কিন্তু ছবিটা বদলে যায় ২০১৭ সালে। তখন ক্যাটরিনার সঙ্গে ব্রেকআপ হয়েছে রণবীরের। অন্যদিকে সিদ্ধার্থ মালহোত্রার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে আলিয়ার। অয়ন মুখোপাধ্যায়ের 'ব্রহ্মাস্ত্র' ছবিতে কাজের সূত্রে কাছাকাছি আসেন রণবীর-আলিয়া। ২০১৮ সালে আলিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন রণবীর। করোনাকালের আগে বিয়ের ইঙ্গিতও দেন। কিন্তু কোভিড, ঋষি কাপুরের মৃত্যু একের পর এক ঘটনার জেরে পিছিয়ে যায় বিয়ে। অবশেষে ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে মুম্বাইয়ে নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টেই বিয়ের পর্ব সারেন রণবীর-আলিয়া। পরিণতি পায় তাদের পাঁচ বছরের প্রেম সম্পর্ক। কিন্তু বিয়ের অনেক আগে থেকেই রণবীরের সঙ্গে 'লিভ টুগেদার' করতেন আলিয়া। বিয়ের দেড় মাসের মাথায়, ২০২২-এর জুন মাসের শেষে প্রেগন্যান্সির খবর জানান আলিয়া। আর এই ঘোষণার মাত্র চার মাস পর (নভেম্বরে) ভূমিষ্ঠ হয় রণবীর-আলিয়ার সন্তান। বিয়ের ছ'মাস পর মা হন নায়িকা, অর্থাৎ আগে থেকেই অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তিনি। তা নিয়ে কম কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়নি তাকে। 'লিভ টুগেদার' নিয়ে কী মত আলিয়ার? কেন বিয়ের আগে রণবীরের সঙ্গে এক ছাদের নীচে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিয়ে জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী।

আলিয়ার মতে, লিভ-ইন বা লিভ টুগেদার করলে অনেকটা সময় দু'জনের একসঙ্গে কাটানো যায়। ফলে সঙ্গীকে বেশি ভালো করে চেনা যায়। সুন্দর সব স্মৃতি তৈরি হয়। তার কথায়, “একসঙ্গে থাকার সুযোগ পেলে কেন থাকবে না? এভাবেই দু'জনের একসঙ্গে থাকার অভ্যাস তৈরি হয়।”

তিনি আরও বলেন, “আমরা বিয়ে করব ভেবে একসঙ্গে থাকতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু করোনা মহামারী শুরু হল। তাই ভাবলাম, একসঙ্গে থাকা শুরু করি। তারপর বাকি বিষয় নিয়ে ভাবা যাবে।”

আপতত কেরিয়ার, সংসার, সন্তান-তিনটিই ব্যালেন্স করে চলছেন আলিয়া ভাট। আলিয়ার শেষ রিলিজ 'রকি আউর রানি কি প্রেম কাহানি' বক্স অফিসে ব্যাপক ব্যবসা করেছে। আগামীতে রাহার মা-কে দেখা যাবে 'জিগরা' ছবিতে। এই বছর সেপ্টেম্বরে মুক্তি পাবে ছবিটি। অন্যদিকে, ব্রহ্মাস্ত্রের পর বানসালির ছবিত ফের একসঙ্গে রণবীর-রাহা। ছবির নাম 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'। এই ত্রিকোণ প্রেমের গল্পে থাকছেন রণবীরে প্রাক্তন ক্যাটরিনার স্বামী ভিকি কৌশলও।

ক্যারিয়ারে একটানা ১৬টি সিনেমা ফ্লপ; যা বললেন অক্ষয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডে অন্য তারকাদের তুলনায় অক্ষয় কুমারের মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার সংখ্যা বেশ বেশি। এবার নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে কিছু কথা তিনি ভাগ করে নিলেন ভক্তদের সাথে। নতুন সিনেমা 'বাড়ে মিঞা ছোটে মিঞা'র ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা। অক্ষয় ছাড়াও সিনেমার অন্যান্য অভিনেতার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- টাইগার শ্রফ, মানুষী চিল্লার, পৃথ্বীরাজ সুকুমারন প্রমুখ। সাম্প্রতিক অতীতে অক্ষয় অভিনীত 'সম্রাট পৃথ্বীরাজ', 'রক্ষা বন্ধন' ও 'মিশন রানিগঞ্জ'-এর মতো সিনেমাগুলো বক্স অফিসে সফল হয়নি। একমাত্র 'ওএমজি ২' সিনেমাটি ভালো ব্যবসা করেছিল। অক্ষয় বলেন,ওআমি যে সব সিনেমা করেছি, সেখানে কখনও সফল হয়েছি, কখনও হইনি। আমি আগেও ব্যর্থতার সাক্ষী থেকেছি। ক্যারিয়ারের একটা সময় আমার একটানা ১৬টি সিনেমা ফ্লপ করে। অভিনেতা বলেন, কিন্তু আমি তার পরেও কাজ করতেই থেকেছি। আগামী দিনেও সেটাই করব। সাফল্যের সন্ধানে কীভাবে সিনেমা নির্বাচন করেন, সে প্রসঙ্গেও আলোকপাত করেছেন অক্ষয়। অভিনেতা বলেন, আমি সব সময়েই ভিন্ন ঘরানার সিনেমা করার চেষ্টা করি। কারণ, কোনও একটি নির্দিষ্ট ঘরানার সিনেমা করতে থাকলে তখন একঘেয়েমি চলে আসে।

গোপনে বিয়ে করলেন বলিউড তারকা অদিতি-সিদ্ধার্থ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন ধরেই জোর গুঞ্জন উড়ছে ভারতের দক্ষিণী সিনেমার অভিনেতা সিদ্ধার্থের সঙ্গে প্রেম করছেন অদিতি রাও হায়দারি। এমনকি প্রেমিক সিদ্ধার্থকে নিয়ে বিদেশে ছুটি কাটাতেও দেখা গেছে অদিতিকে। এবার জানা গেলো, গোপনে বিয়ে করেছেন এই প্রেমিক জুটি। ভারতীয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বলছে, তামিলনাড়ুর শ্রীরঙ্গমে অবস্থিত রঙ্গনাথস্বামী মন্দিরে বিয়ে করেছেন অদিতি রাও হায়দারি ও সিদ্ধার্থ।

বুধবার সকালে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন তারা। যদিও নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি তারা কেউ-ই। কিংবা তাদের বিয়ের কোনো ছবিও প্রকাশ্যে আসেনি। ২০২১ সালে তেলেগু ভাষার 'মহা সমুদ্রম' সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেন অদিতি-সিদ্ধার্থ। এ সিনেমার শুটিং করতে গিয়েই পরস্পরের কাছে আসেন তারা। এরপর শোনা যায় এ জুটি সম্পর্কে রয়েছেন।

এছাড়াও ২০২২ সালের ২৮ অক্টোবর অদিতির সঙ্গে তোলা একটি ছবি নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে সিদ্ধার্থ লিখেন, 'শুভ জন্মদিন হৃদয়ের রানী। আমি তোমার সব স্বপ্নপূরণের জন্য দোয়া করছি।' এ পোস্টের মাধ্যমে সম্পর্কের গুঞ্জনে সীলমোহর দেন সিদ্ধার্থ।

সিদ্ধার্থ ও অদিতি দুজনেরই এটা দ্বিতীয় বিয়ে। ২০০৩ সালে ছেলেবেলার বান্ধবী মেঘনাকে বিয়ে করেছিলেন সিদ্ধার্থ। কিন্তু তিন বছর পরেই আলাদা হন দুজনে। ২০০৭ সালে ডিভোর্স চূড়ান্ত হয় সিদ্ধার্থের। অন্যদিকে মাত্র ২১ বছরেই উচ্চ পদস্থ সরকারি আধিকারিক সত্যদীপ মিশ্রাকে বিয়ে করেছিলেন অদিতি। তবে চার বছর পর সেই বিয়ে ভাঙেন নায়িকা। ২০১৩ সালে আলাদা হন তারা দুজনে।

৪২-এও

০.৬০ সেকেন্ডে ক্যাচ ধরলেন ধোনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এ বারই হয়তো শেষ বার চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে খেলতে দেখা যাচ্ছে তাকে। অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। দরকার না পড়লে ব্যাট করতেও নামছেন না। তাতে কী! ফিটনেস যে এখনও কমেনি তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন ধোনি। বয়স যে কেবলই একটি সংখ্যা তা বার বার প্রমাণ করেছেন তিনি। মঙ্গলবার আইপিএলে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ডান দিকে ঝাঁপিয়ে ক্যাচ ধরে আবার সেটা বোঝালেন মাহি।

গুজরাতের ইনিংসের অষ্টম ওভারে ঘটে এই ঘটনা। বল করছিলেন ড্যারিল মিচেল। তার তৃতীয় বলে গুজরাতের বিজয় শঙ্কর বল ডিফেন্স করতে যান। কিন্তু বল তার ব্যাটের কানায় লেগে পিছনে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে ঝাঁপিয়ে ক্যাচ ধরেন ধোনি। সেই ক্যাচ দেখে অবাক হয়ে যান শঙ্কর নিজেই। কিছু ক্ষণ পিছনের দিকে তাকিয়ে তার পরে সাজঘরের দিকে হাঁটেন তিনি। খবর আনন্দবাজারের। সেই সময় ধোনির পাশে স্লিপে কোনও ফিল্ডার ছিল না। তাই ধোনিকে ঝাঁপাতেই হত। বল নীচের দিকে যাচ্ছিল। ফলে সেই ক্যাচ ধরা সহজ ছিল না। ধোনি সময় পেয়েছেন ০.৬০ সেকেন্ড। অর্থাৎ, এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে বলের কাঁছে পৌঁছছেন তিনি। ডান দিকে ২.২৭ মিটার ঝাঁপিয়েছেন তিনি। এত কম সময়ে এতটা ঝাঁপিয়ে ক্যাচ ধরা কিন্তু সহজ নয়। বিশেষ করে এই বয়সে। তাই ধোনির ক্যাচ ধরার পরে গর্জন ওঠে চিদম্বরম স্টেডিয়ামে। সবাই দাঁড়িয়ে কুর্নিশ জানায় ধোনিকে।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেও ধোনি দু'টি ভাল ক্যাচ ধরেছিলেন। শেষ বলে একটি রান আউটও করেছিলেন। কিন্তু আগের ম্যাচে ক্যাচ ধরতে ঝাঁপাতে হয়নি তাকে। এই ম্যাচে সেটা করতে হল। ধোনি ঝাঁপালেন। ক্যাচ ধরলেন। কিন্তু চোখমুখের অভিব্যক্তি বদলাল না। যেমনটা কোনও দিন বদলায়নি। কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে এসেও ধোনি বুঝিয়ে দিলেন, ফিটনেসে কোনও আপস করেন না তিনি। এখনও তরুণদের লজ্জায় ফেলে দিতে পারেন ৪২ বছরের ধোনি।

স্বপ্নের হেক্সা মিশন পূরণ ব্রাজিলের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। গত কাতার বিশ্বকাপে হেক্সা মিশনে মাঠে নেমেছিল সেলেসাওরা। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খালি হাতে ফিরতে হয় তাদের। ব্রাজিল জাতীয় দল হেক্সা মিশনের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে না পারলেও ফিফা বিচ ফুটবল বিশ্বকাপে নিজেদের ষষ্ঠ শিরোপা ঘরে তুলেছে ব্রাজিল।রবিবার (২৫ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিচ ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালে ইতালিকে ৬-৪ গোলে হারিয়ে শিরোপা ঘরে তুলেছে ব্রাজিল। ফাইনালে এক রদ্রিগোর কাছেই পরাস্ত হয় ইতালি। রদ্রিগো একাই করেন তিন গোল। একটি করে গোল করেন ব্রুনো জেভিয়ার এবং ব্রেন্ডো। আর একটি আত্মঘাতী গোল হয়। অপরদিকে ইতালির হয়ে জোড়া গোল করেন ফাজ্জিনি ও জেনোভালি। চার গোল করেও লাভ হয়নি ইতালির। শিরোপা ওঠে ব্রাজিলের হাতেই। এবারের বিচ ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে। গ্রুপপর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওমানকে ৫-৩ গোলে হারানোর পর শক্তিশালী পর্তুগালকে ৩-২ গোলে হারায় ব্রাজিল। টানা দুই জয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয় তাদের। শেষ ম্যাচে মেক্সিকোর বিপক্ষে ৪-৩ গোলে জিতে অপরাজিত থেকেই গ্রুপপর্ব শেষ করে সেলেসাওরা।

এর আগে আসরের গ্রুপপর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওমানকে ৫-৩ গোলে হারানোর পর শক্তিশালী পর্তুগালকে ৩-২ গোলে হারায় ব্রাজিল। টানা দুই জয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয় তাদের। শেষ ম্যাচে মেক্সিকোর বিপক্ষে ৪-৩ গোলে জিতে অপরাজিত থেকেই গ্রুপপর্ব শেষ করে সেলেসাওরা। এরপর কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানকে ৮-৪ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ব্রাজিল।

শেষ চারে ইরানের বিপক্ষে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে ৩-২ ব্যবধানে জিতে ফাইনালে ওঠে ব্রাজিল। এদিকে ব্রাজিলের কাছে ফাইনাল হেরে বিচ ফুটবলে আরও একবার কপাল পুড়ল ইতালির। এর আগে আরও দুইবার ফাইনালে হেরেছে ইউরোপের দলটি।

সানিয়া মির্জার রাজনীতিতে নামার গুঞ্জন

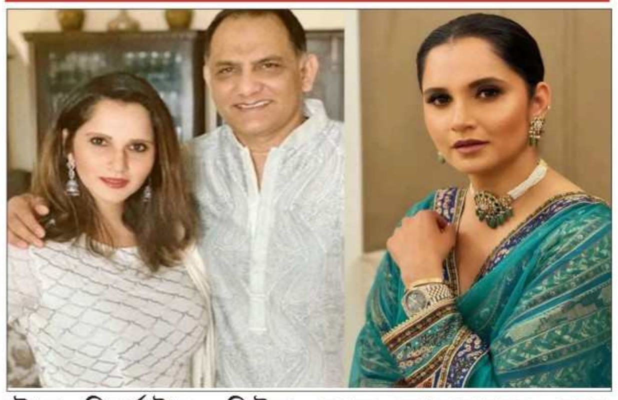

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন সাবেক টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা! গুঞ্জন রয়েছে কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচনে লড়বেন টেনিস সুন্দরী? হাওয়ায় ভাসছে তেমনই খবর। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বলছে, কংগ্রেস বুধবার চারটি রাজ্যের লোকসভার প্রার্থী চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসেছিল। দেশটির গোয়া, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ডের বেশ কয়েকটি আসনে প্রার্থী ঘোষণাও করা হয়েছে। তার মধ্যেই জল্পনা শুরু হয়, সানিয়াকেও এবার লোকসভার টিকিট দেবে কংগ্রেস।

কংগ্রেসেরে দলীয় সূত্রে খবর, হায়দরাবাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ভাবা হচ্ছে সানিয়ার নাম। নেতৃত্বের কাছে সানিয়ার নাম প্রস্তাব করেছেন তারই আত্মীয় ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন। পারিবারিক সূত্রে আজহারের সঙ্গে সানিয়ার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে বহুদিন ধরেই। কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আজহার। গত বছর তেলেঙ্গানার বিধানসভা নির্বাচনেও কংগ্রেসের টিকিটে লড়েছিলেন। তবে সেই রাজ্যে কংগ্রেস সরকার গড়লেও জিততে পারেননি আজহার।

জানা যায়, ভারতের সফলতম মহিলা টেনিস তারকার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে হায়দরাবাদে বাজিমাত করা যায় কিনা, সেই নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে কংগ্রেসও। উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সাল থেকে হায়দরাবাদ কেন্দ্রটি রয়েছে ওয়াইসিদের দখলে। বর্তমানে সেখানকার সাংসদ এআইএমআইএমের আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। ইতিমধ্যেই ওই কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে বিজেপি আর বিআরএস। সেখানে কি সানিয়া মির্জাকে প্রার্থী করে চমক দেবে কংগ্রেস?

শাহিন আফ্রিদির অধিনায়কত

কেড়ে নেওয়ার গুঞ্জন, যা বললেন শহীদ আফ্রিদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়েকদিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে সরিয়ে ফের অধিনায়কত্ব দেয়া হতে পারে বাবর আজমের হাতে। জানা গেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগেই আফ্রিদিকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দিতে চলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন শাহিনের শ্বশুর শহীদ আফ্রিদি। তার মতে, এই মুহূর্তে টি-টোয়েন্টি নেতৃত্ব থেকে শাহিনকে সরিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। তিনি দাবি করেছেন, শাহিনের অধিনায়কত্ব ঘিরে পিসিবি ভুলের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর বাবর অধিনায়কত্ব ছাড়েন। এরপর টি-টোয়েন্টির দায়িত্ব পান শাহিন। তাঁর নেতৃত্বে নিউজিল্যান্ডে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টির সিরিজ খেলে পাকিস্তান। এতে মাত্র একটি ম্যাচই জিততে পেরেছে শাহিনের দল। অধিনায়ক আফ্রিদিকে নিয়ে করা প্রশ্নের জবাবে পিসিবির প্রধান জানিয়েছিলেন, অধিনায়ক কে হবেন সে বিষয়ে তিনিও নিশ্চিত নন। ফিটনেস ক্যাম্পের পর অধিনায়কের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে।

শহীদ আফ্রিদি এ বিষয়ে বলেন, 'কাউকে অধিনায়কত্ব দিলে তাকে অবশ্যই সময়ও দেওয়া দরকার। আমাদের ক্রিকেটেরে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, বোর্ড পাল্টালে দলের পরিচালনায়ও বদল আসে। যে আসে, সে-ই ভাবে আমি যা করছি, পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য ভালোই করছি।'

শহীদ আফ্রিদি অবশ্য শুরুতেই শাহিনকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ছিলেন। তার মতে মোহাম্মদ রিজওয়ানকে দায়িত্ব দিলেই পারফেক্ট হতো।

হারের ধাক্কা সামলে জয়ে ফিরলো গুজরাট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু করে গুজরাট টাইটানস। যদিও তার পরের ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হারের মুখ দেখতে হয় শুভমন গিলদের। তবে ধোনিদের কাছে হারের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়াল টাইটানস। নিজেদের মাঠে জয় পেল গুজরাট। এবার তাদের শিকার সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

রবিবার আমদাবাদে মুখোমুখি হয় গুজরাট টাইটানস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। টস জিতে শুরুতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় সানরাইজার্স। যদিও তারা নিয়মিত উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১৬২ রান তোলে। ম্যাচে তাদের কোনো ব্যাটারই ব্যক্তিগত ৩০ রানের গণ্ডি টপকাতে পারেননি। অভিষেক শর্মা ও আবদুল সামাদ উভয়েই ব্যক্তিগত ২৯ রানের মাথায় আউট হন। অভিষেক ২০ বলের ইনিংসে ২টি চার ও ২টি ছক্কা মারেন। সামাদ ১৪ বলের ইনিংসে ৩টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন।

এনরিখ ক্লাসেন ১টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ১৩ বলে ২৪ রান করে সাজঘরে ফেরেন। ১৪ বলে ১৯ রান করেন ট্র্যাভিস হেড। তিনি ৩টি চার মারেন। ১৭ বলে ১৬ রানের অবদান রাখেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। তিনি ২টি চার মারেন। ১৯ বলে ১৭ রানের ধীর ইনিংস খেলেন এডেন মার্করাম। ১টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে ২০ বলে ২২ রান করেন শাহবাজ আহমেদ। খাতা খুলতে পারেননি ওয়াশিংটন সুন্দর। ২ বলে ২ রান করে নট-আউট থাকেন ক্যাপ্টেন প্যাট কামিন্স।

গুজরাট টাইটানসের হয়ে ৪ ওভারে ২৫ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট নেন মোহিত শর্মা। এছাড়া ১টি করে উইকেট দখল করেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই, উমেশ যাদব, রশিদ খান ও নূর আহমেদ। ১৬৩ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে গুজরাট টাইটানস ধীরে সুস্থে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। তারা ১৯.১ ওভারে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৬৮ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায়। অর্থাৎ, ৫ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জেতে টাইটানস।

ওপেন করতে নেমে ঋদ্ধিমান সাহা ১টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ১৩ বলে ২৫ রান করেন। ২৮ বলে ৩৬ রান করে আউট হন শুভমন গিল। তিনি ২টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন। ৩৬ বলে ৪৫ রান করে সাজঘরে ফেরেন সাই সুদর্শন। তিনি ৪টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন। ডেভিড মিলার ২৭ বলে ৪৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। তিনি ৪টি চার ও ২টি ছক্কা মারেন। ২টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ বলে ১৪ রান করে নট-আউট থাকেন বিজয় শঙ্কর।

হায়দরাবাদের হয়ে ১টি করে উইকেট নেন শাহবাজ আহমেদ, মায়াঙ্ক মার্কাণ্ডে ও প্যাট কামিন্স। উইকেট পাননি ভুবনেশ্বর কুমার, জয়দেব উনাদকাট ও ওয়াশিংটন সুন্দর। ম্যাচের সেরা হন মোহিত শর্মা।

সন্তানের জন্ম নিয়ে

যা জানালেন কোহলি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে দেখা যায়নি বিরাট কোহলিকে। তবে সিরিজের প্রতিটা ম্যাচেই ভক্তরা আসায় ছিল আজ হয়তো মাঠে নামবে কোহলি। কিন্তু গোটা সিরিজেই খেলেননি বিরাট কোহলি। তার জন্য সমালোচনাও শুনতে হয়েছিল। সুনীল গাভাসকারও আকারে-ইঙ্গিতে কথা শুনিয়েছিলেন। কিন্তু বিরাট কোহলি বুঝিয়ে দিলেন, তাতে তার কিছু যায়-আসে না। বুঝিয়ে দিলেন, এই দুটো মাস তার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সোমবার আইপিএলে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৪৯ বলে ৭৭ রানের ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলার পর কোহলি বলেন, গত দুটো মাস তার জীবন বদলে দিয়েছে। কারণ, ছেলে অকায়ের জন্ম। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সময় দেশেই ছিলেন না তিনি। পুরোটাই আগে থেকে পরিকল্পনা করা ছিল। স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাকে নিয়ে লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই জন্ম হয় অকায়ের। খবর আনন্দ বাজারের।

কোহলি সোমবার জানান, এমন একটা জায়গায় চলে যেতে চেয়েছিলাম, যেখানে কেউ আমাদের চিনতে পারবে না। দুটো মাস শুধু নিজের মতো থাকতে চেয়েছিলাম। একেবারে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চেয়েছিলাম। এই অভিজ্ঞতাটা অসাধারণ।

দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর জীবনটাই বদলে গিয়েছে কোহলির। বলেন, আমি এখন দুই সন্তানের বাবা। পরিবারগত ভাবে আমার জীবনটাই বদলে গিয়েছে। একসঙ্গে আমরা অনেকটা সময় কাটিয়েছি। মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে পেরেছি। আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে, পরিবারের সঙ্গে এতটা সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছি। আমি তো দলের ক্রিকেটারদের বলছিলাম, গত দুমাসে এত চিৎকার শুনিনি। আমার যে আরেকটা দিক আছে, সেটা গত দুমাসে বুঝতে পেরেছি। এই উপলব্ধিটা অসাধারণ।

ডি মারিয়ার পরিবারের সদস্যদের

হত্যার হুমকি, গ্রেফতার ৩

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টিনার ফুটবল তারকা আনহেল ডি মারিয়ার পরিবারের সদস্যদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়ার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় পুলিশের বিশেষ ইউনিট পিডিআই।

কয়েক দিন আগেই নিজের শহর রোজারিওতে দুর্বৃত্তদের হুমকি পান ডি মারিয়া। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সও জানিয়েছিলো, রোজারিওতে ফিরলেই ডি মারিয়ার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হবে এমন হুমকি দেয় অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা।

গত সপ্তাহে ডি মারিয়া জানিয়েছিলেন, তিনি নিজের শৈশবের ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালে খেলেই ক্যারিয়ারের ইতি টানতে চান। এই ঘোষণার পরই আসে হুমকি। গত সোমবার ভোরে ডি মারিয়ার বাড়িতে হুমকির কথা লেখা কিছু কাগজ ছুড়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। সেখানে জানানো হয়, ডি মারিয়া যদি নিজের জন্ম শহরে ফেরেন, তবে তাকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষও নিরাপত্তা দিতে পারবে না। আর্জেন্টিনার জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী পাত্রিসিয়া বুলরিখ জানিয়েছেন, হুমকির মূলহোতার নাম পাবলো আকোত্তো। মাদক চোরাচালানের সাথে জড়িত সে। হুমকিতে তাকে সহযোগিতা করেছেন সারা বেলেন গুতিরেজ ও গ্যাব্রিয়েল ইসমায়েল পাস্তোরে নামের দুজন। আর্জেন্টাইন গণমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, নিজ নিজ বাসা থেকে পালানোর সময় এই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR